রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৪১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০১৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৬১—৬৮৪	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৬৯—৭০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৬৫—১২৮৮	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩১৫—১৩৩৭	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৮ জুলাই ২০১৩

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৩.২০০৮-২৯৯—গত ১৭-০৬-২০১৩ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৩.২০০৮-২৭২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সাপ্তাহিক চট্টলা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক জনাব আবু সুফিয়ান-কে কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০৬.২০০৮-৩০০—রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর Memorandum and Articles of Association এর বিধান অনুযায়ী সাপ্তাহিক চট্টলা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক জনাব আবু সুফিয়ান-কে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৬ জুলাই ২০১৩

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৭.২০০৮-৩১৩—পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের বিধান মোতাবেক জনাব এ.কে.এম. নুরুন নবী, Professor and Project Director, Department of Population Sciences, University of Dhaka কে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে ১৮-০৭-২০১৩ তারিখ হতে আরো ৩ (তিন) বছরের জন্য উক্ত ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ পর্ষদের সদস্য হিসেবে পুনঃমনোনয়ন দেয়া হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬
আদেশাবলী

তারিখ, ২৭ জুন ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৪১/২০১৩-৩৬১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরদার, পিতা জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (এ্যাডভোকেট) কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৪০/২০১৩-৩৬২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মনিরুল হক পাটওয়ারী, পিতা হাজী জনাব ওবায়দুল হক পাটওয়ারীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০২ জুলাই ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৩২/২০১৩-৩৯৭—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে শেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এ, কে, এম, মোছাদ্দেক ফেরদৌসী, পিতা মৌলভী জনাব মোঃ সেকান্দর আলীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০৩ জুলাই ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৫১/২০১৩-৩৯৯—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সুদীপন মোহাম্মদ, পিতা জনাব মোহাম্মদ আলিকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০৮ জুলাই ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৪৩/২০১৩-৪০১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে পটুয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ রকিবুল আহসান আল মামুন, পিতা মরহুম এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আবুল হাসেম মিয়াকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ১১ জুলাই ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৪৯/২০১৩-৪২৪—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিরাজগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কল্যানী রানী মজুমদার, পিতা স্বার্গীয় কর্ণধর মজুমদারকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব(প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৭ জুন ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৮/৯৪(অংশ)-৫০১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব আব্দুল মোত্তালেব তালুকদার, পিতা আলহাজ্ব আজাহার আলী তালুকদার, গ্রাম চাকুলী, ডাকঘর মহিমাগঞ্জ, উপজেলা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ৯নং কামালের পাড়া ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৮নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৫/২০০৪(অংশ)-৫০৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, পিতা মৃত হাজী মোঃ আব্দুস ছাত্তার হাজী, গ্রাম মাটিকাটা, ডাকঘর বিথঙ্গল, উপজেলা বানিয়াচং, জেলা হবিগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার ১৪নং মুরাদপুর ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব (অঃদাঃ)।

আদেশ

তারিখ, ৩০ জুন ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১১/৮১(অংশ-১)-৫০৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ মতি উল্লাহ, পিতা মৃত কিতাব আলী, গ্রাম হাপানিয়া, পোঃ পনারপারুয়া, উপজেলা কলমাকান্দা, জেলা নেত্রকোণা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার ৭নং কৈলাটী ইউনিয়নের ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ রবিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ০৮ জুলাই ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০১৩-৫৪৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব নিবারণ চন্দ্র সরকার, পিতা নগেন্দ্র নাথ সরকার, সাং পশ্চিম ভরণশাহী (থানা পাড়া), পোঃ+উপজেলা ধুনট, জেলা বগুড়া এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব (অঃদাঃ)।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ জুন ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৩৫/৭৭(অংশ)-৪৮৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব কামরুল হোসেন, পিতা মোজাহার হোসেন, গ্রাম চকগোপাল, পোঃ সিংড়া, উপজেলা সিংড়া, জেলা নাটোর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভার ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্সধ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরবার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১ জুলাই ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৩০/৯৪(অংশ-)-৫১৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ বাবুল মিয়া, পিতা মোঃ শামছুল হক, গ্রাম চর সরিষাবাড়ী, ডাকঘর ছাতারিয়া, উপজেলা সরিষাবাড়ী, জেলা জামালপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার ১নং সাতপোয়া ইউনিয়নের সাবেক ১নং বর্তমানে ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ রবিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১০ জুলাই ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০১৩-৫৬৫—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব সঞ্জয় কুমার ভট্টাচার্য্য, পিতা সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, সাং কাশীহাটা, ডাকঘর সুখানপুকুর, উপজেলা গাবতলী, জেলা বগুড়া এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪১/২০০৫-৫৭৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, পিতা মৃত মোঃ ফজলুর রহমান, গ্রাম ইসলামাবাদ মডেল টাউন, ডাকঘর কেরানীগঞ্জ, উপজেলা কেরানীগঞ্জ, জেলা ঢাকা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার ৮নং জিনজিরা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪০/২০১৩-৫৮০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব শ্যামল কুমার সরকার, পিতা অতুল চন্দ্র সরকার, গ্রাম শিয়ালখোওয়া, ডাকঘর গোড়ল, উপজেলা কালীগঞ্জ, জেলা লালমনিরহাট এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-১০১/৮৫-৫৮১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব শাব্বির আহমদ, পিতা ফুরকান আলী, গ্রাম মেহেরপুর, ডাকঘর মেহেরপুর, উপজেলা গোলাপগঞ্জ, জেলা সিলেট এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার **১১**নং শরিফগঞ্জ ইউনিয়ন বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৪/২০১৩-৫৮২—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব স্বপন কুমার শীল, পিতা মৃত সুরেন্দ্র নাথ শীল, গ্রাম গৃধারীপুর, ডাকঘর পলাশবাড়ী, উপজেলা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৪/২০১৩-৫৮৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব কানাই চন্দ্র দাস, পিতা কানু রাম দাস, গ্রাম মাষ্টারপাড়া রোড, ডাকঘর সুন্দরগঞ্জ, উপজেলা সুন্দরগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৪ জুলাই ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০১৩-৫৯৬—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব বিজয় চন্দ্র কানু, পিতা মৃত দীপ নারায়ন কানু, সাং বানাইল, পোঃ ও থানা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০১৩-৫৯৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব গৌরব চন্দ্র দাস, পিতা গোপাল চন্দ্র দাস, গ্রাম চেলোপাড়া (মধুবন হল রোড, কাজী অফিসের পূর্ব পার্শ্বে), ডাকঘর+থানা+ জেলা বগুড়া এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০১৩-৫৯৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব পঙ্কজ কুমার মুখার্জী, পিতা ননী গোপাল মুখার্জী, সাং মাস্টার পাড়া, পোঃ+থানা কাহালু, জেলা বগুড়া এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
কোম্পানী-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ আষাঢ় ১৪২০/০৮ জুলাই ২০১৩

নং ১৪.০০.০০০০.০০২.০২৭.০০৮.১১(অংশ)-২২০— যেহেতু, বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল)-এর সদস্য (প্রশাসন) হিসেবে জনাব মোঃ কামরুল আলম গত ৩১-১২-২০০৯ হতে ১০-০১-২০১০ এবং ০৯-০৩-২০১০ হতে ২৩-৯-২০১০ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তাঁর উক্ত পদে কর্মকালীন জনৈক হোসাইন মোঃ মামুন এবং মোঃ আলী আকবর খাঁ গত ২৫-০৩-২০১০ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল, ঢাকা বরাবর ঢাকা মহানগরীর কড়াইল মৌজার ঢাকা মহানগর জরীপের খতিয়ান নং ৬৫ এবং ৫০১, ৫০২ ও ৫০৩ দাগের ৬.৬৮ একর জমি জনৈক ফজলুল করিমের নামে রেকর্ডভুক্ত দাবী করে বিটিসিএল-এর দখল হতে তা মুক্ত করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করে;

যেহেতু, বিটিসিএল-এর পরিচালক (সংগঠন ও পদ্ধতি) কার্যালয়ের অধিনস্থ কর্মকর্তাগণ বিটিসিএল এর সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও ইমারত বিভাগ এবং আইন শাখার মতামত সাপেক্ষে আবেদনের বিষয়ে বিটিসিএল এর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আবেদনকারীদ্বয়কে অবহিত করার জন্য নোট প্রদান করেন। কিন্তু, তৎকালীন পরিচালক (সংগঠন ও পদ্ধতি), বিটিসিএল জনাব এবিএম মমশাদ মাশরেকী (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) উক্ত মতামত উপেক্ষা করে "ঢাকা সিটি জরীপের খতিয়ান নং ৬৫ এ উল্লিখিত দাগের ৫০১, ৫০২ ও ৫০৩ বিটিসিএল এর নয়। যেহেতু উক্ত জমিতে বিটিসিএল সংশ্লিষ্ট নয়, সেহেতু আবেদনকারীর আবেদনের যৌক্তিকতা নেই। বিষয়টি জানিয়ে দেয়া যেতে পারে" মর্মে নোট প্রদান করেন। তৎকালীন সদস্য (প্রশাসন) হিসেবে জনাব মোঃ কামরুল আলম উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পরিচালক (সংগঠন ও পদ্ধতি) জনাব এবিএম মমশাদ মাশরেকী আবেদনকারীদ্বয়কে বিগত ২৮-৪-২০১০ তারিখে পত্র মারফত আবেদনে উল্লিখিত খতিয়ানভুক্ত জমি বিটিসিএল এর নয় মর্মে জানিয়ে দেন। কিন্তু, অনুসন্ধানে দেখা যায়, উক্ত জমির মূল মালিক অধিগ্রহণমূলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডাক ও তার বিভাগ;

যেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল আলম কোনরূপ যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে বিটিসিএল (বিলুপ্ত বিটিটিবি) এর নামে অধিগ্রহণকৃত ও রেকর্ডীয় জমি বিটিসিএল এর নয় মর্মে প্রস্তাব অনুমোদন নিজেই করেন অর্থাৎ উক্ত নথিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল-এর অনুমোদন গ্রহণ করেননি। এর ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকার মূল্যবান জমি বেহাত হয় এবং সরকার তথা বিটিসিএল বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি নিজে বা অন্যকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আর্থিক লাভবান হওয়া অথবা অন্যকে লাভবান করার জন্য এহেন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল আলম এর উক্ত কার্যকলাপ সরকারী আদেশ অমান্যকরণ, কর্তব্যে চরম অবহেলা, জালিয়াতি ও দুর্নীতিতে সম্পৃক্তার কারণে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) ধারা অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"র দায়ে তাকে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) ধারা মোতাবেক কেন তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুল আলম ২৭-১২-২০১১ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৮-০১-২০১২ তারিখে সচিব কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গৃহীত হয়। জনাব মোঃ কামরুল আলম-এর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটির অভিযোগ তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম-সচিব (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব), জনাব এস এম শওকত আলীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা বিগত ২৩-০৯-২০১২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে জনাব মোঃ কামরুল আলম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন।

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জনাব মোঃ কামরুল আলম এর বিরুদ্ধে গত ০৪-১০-২০১২ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। ইতোমধ্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করায় ২য় কারণ দর্শানো নোটিশে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী নিম্নপদে বা নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower post or time scale) এর শাস্তির প্রস্তাব করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ এর জবাব দাখিল করেন। উক্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী "নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ"-এর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে পিএসসি'র পরামর্শ/মতামত চাওয়া হয়। পিএসসি'র ০৬-০৩-২০১৩ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.০৩৫.২০১২-১২২ নং স্মারকে তাঁকে "নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ" (Reduction to a lower time scale) করার এ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল আলম জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯-এর তৃতীয় গ্রেডভুক্ত বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারে ১ম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা বিধায় তাঁকে "নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ" এর লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল আলম, প্রাক্তন সদস্য, বিটিসিএল (বর্তমানে অবসর উত্তর ছুটি ভোগরত) এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী 'নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower time scale)" -শাস্তি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আষাঢ় ১৪২০/২৬ জুন ২০১৩

নং ১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.০০১.১১-১৭৪—যেহেতু, জনাব তছির আহাম্মদ, উপ-প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে তথ্য অধিদপ্তরের (বর্তমানে মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর)

বিরুদ্ধে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৮-২০০৬ তারিখের তম/আ: ও শৃ:/৫-১/২০০৬/৪৮০ নং স্মারকমূলে ০২/২০০৬ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করত: অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারী করা হয়;

২। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৮-০৯-২০০৬ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধি মোতাবেক তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও প্রেস) শেখ আবদুল গফফার-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তাঁর জবাব ও অন্যান্য সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০০৭ তারিখের তম/আ:ওশৃ:/৫-২/২০০৬/৮০৯ নং আদেশে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তিস্বরূপ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২(দুই) বছরের জন্য অ-ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিমতে লঘুদন্ড প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, জনাব তছির আহাম্মদ উক্ত লঘুদন্ড মওকুফের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবরে আপীল/রিভিউ আবেদন করেন। ফলে বিষয়টি বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবরে প্রেরণ করা হয়, যা না-মঞ্জুর করা হয়;

৪। যেহেতু, জনাব তছির আহাম্মদ সংক্ষুব্ধ হয়ে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়কে ১নং, সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ২নং, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিব-কে ৩নং, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব-কে ৪নং এবং প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তরকে ৫নং বিবাদী করে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩ এর মামলা নং-৩৪/২০০৯(নতুন)/৮১/২০০৮(পুরাতন) দায়ের করেন। উক্ত মামলার দফাওয়ারী জবাব ও ওকালতনামা বিজ্ঞ সলিসিটর ও প্যানেল এডভোকেট বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়;

৫। যেহেতু, উক্ত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩ এর মামলা নং-৩৪/২০০৯(নতুন)/৮১/২০০৮(পুরাতন)এ ০৪-০৪-২০১২ তারিখের আদেশ অনুযায়ী জনাব তছির আহাম্মদ এর ০২ বছরের জন্য অ-ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিত রাখা সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০০৭ তারিখের তম/আ: ও শৃ:/৫-২/২০০৬/৮০৯ নং লঘুদন্ড প্রদানের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে সকল বকেয়া পাওনা পরিশোধপূর্বক বিধি মোতাবেক চাকরিগত সুবিধা প্রদানের আদেশ প্রদান করেন;

৬। যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এর সলিসিটর উইং উক্ত প্রশাসনিক টাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার মত যথেষ্ট ভিত্তি নেই এবং এই মামলায় সরকারের বড় ধরণের কোন আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বলে মতামত দেয়ায় এই রায়ের বিরুদ্ধ আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৭। সেহেতু, জনাব তছির আহাম্মদ, উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর (বর্তমানে মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর) এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ বছরের জন্য অ-ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিত রাখার লঘুদন্ড প্রদান সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০০৭ তারিখের তম/আ: ও শৃ:/৫-২/২০০৬/৮০৯ নং আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। ফলে তিনি সকল বকেয়া পাওনাসহ বিধি মোতাবেক চাকরিগত সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৮। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

চলচ্চিত্র শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ আষাঢ় ১৪২০/১১ জুলাই ২০১৩

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০১০.১৩.৫০৮—২০১২ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে নীতিমালা অনুযায়ী ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলো মূল্যায়ন করে পুরস্কার প্রাপকদের নাম সুপারিশ করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে জুরি বোর্ড গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব এস, এম, হারুন-অর-রশীদ, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

(৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, শাহবাগ, ঢাকা।

(৫) জনাব এজেএম শফিউল আলম ভূঁইয়া, পিএইচডি, চেয়ারম্যান টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৬) জনাব হারুনর রশীদ, চলচ্চিত্র পরিচালক, জ/৮০, বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক (গুলশান-বাড্ডা লিংক রোড), ঢাকা-১২১২।

(৭) জনাব সুজেয় শ্যাম, সঙ্গীত পরিচালক, আশু (৩য় তলা), ৬৪ ব্লক-এ, লেন-৬, মিরপুর, পল্লবী-১২, ঢাকা।

(৮) জনাব রেজা লতিফ, চিত্রগ্রাহক, ৬৫০/এ, উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

(৯) জনাব এম এ আলমগীর, অভিনেতা, ড্রীম, ২/৪, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর হাউজিং, মিরপুর রোড, ঢাকা।

(১০) মিজ সুবর্ণা মুস্তফা, অভিনেত্রী, হাউজ নং ৩, রোড নং ৩/এ, ফ্লাট নং ১ ও ২, সেক্টর ৫, উত্তরা, ঢাকা।

(১১) জনাব সাদি মহম্মদ, সংগীত শিল্পী, ১২/১০, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

(১২) ড. সাজেদুল আউয়াল, চলচ্চিত্র গবেষক, অধ্যাপক, মিডিয়া এন্ড ফিল্ম স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ২০৫/২, নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড (জজের গলি), ঢাকা ১২০৫।

সদস্যসচিব

(১৩) ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড।

২। **জুরি বোর্ডের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:**

(ক) জুরি বোর্ড ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখে উক্ত বছরের পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্র, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নাম সুপারিশ করবে;

(খ) জুরি বোর্ড গঠনের পর বোর্ড পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরস্কারের বিবেচনার জন্য চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে;

(গ) চলচ্চিত্র সংগ্রহ করার পর জুরি বোর্ড যেসব স্ক্রিনিং, পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে বিবেচ্য বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

(ঘ) আজীবন সম্মাননা ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রয়োজনীয় মনে হলে জুরি বোর্ড একাধিক চলচ্চিত্র ও ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করতে পারবে;

(ঙ) কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারের জন্য যথাযোগ্য মনে না করলে জুরি বোর্ড সেই ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সুপারিশ না করার কারণ উল্লেখ করতে হবে;

(চ) জুরি বোর্ড পুরস্কারের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুখ্য সুপারিশের পাশাপাশি বিকল্প সুপারিশও প্রদান করবে;

(ছ) জুরি বোর্ড পুরস্কারের জন্য সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের জীন-বৃত্তান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সদয় অবগতির ও বিবেচনার জন্য সুপারিশমালার সাথে দাখিল করবে;

(জ) উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা ও কার্যক্রম; এবং

(ঝ) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের সুপারিশমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জুরি বোর্ডের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৩। **নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে:**

(১) আজীবন সম্মাননা
(২) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র
(৩) শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
(৪) শ্রেষ্ঠ প্রামান্য চলচ্চিত্র
(৫) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক
(৬) প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
(৭) প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
(৮) পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
(৯) পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
(১০) খল চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী
(১১) কৌতুক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী
(১২) শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
(১৩) শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার
(১৪) শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক
(১৫) শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক
(১৬) শ্রেষ্ঠ গায়ক
(১৭) শ্রেষ্ঠ গায়িকা
(১৮) শ্রেষ্ঠ গীতিকার
(১৯) শ্রেষ্ঠ সুরকার
(২০) শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার
(২১) শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার
(২২) শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা
(২৩) শ্রেষ্ঠ সম্পাদক
(২৪) শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক
(২৫) শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক
(২৬) শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক
(২৭) শ্রেষ্ঠ পোষাক ও সাজ-সজ্জা
(২৮) শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান

৪। জুরি বোর্ডের কোনো সদস্য অথবা তার পরিবারের কোনো সদস্যের নাম এই বোর্ড কর্তৃক বিবেচ্য বছরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচনাধীন থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্য আর জুরি বোর্ডের সদস্য থাকতে পারবেন না। একই ক্ষেত্রের অন্য কোনো ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

৫। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৬। নীতিমালা অনুযায়ী সুপারিশ প্রণয়ন করে জুরি বোর্ড আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, এম, হারুন-অর-রশীদ
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ আষাঢ় ১৪২০/২৭ জুন ২০১৩

নং ৫২.০০৭.০১৫.০০.০১.১১৩.১৯৯০(অংশ-১)-২০৬—বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১১-০৬-২০১৩ তারিখের পত্র নং ৮০.১০৮.০১২.৯০.২০.০২৬.২০১১-১২১ এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন পরিসংখ্যান ব্যুরোর রাজস্ব বাজেটের নিম্নোক্ত ৩৮ (আটত্রিশ) জন উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তাকে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ মর্যাদায় মানোন্নীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	মানোন্নীত/সুপারিশকৃত পদের নাম
১	২	৩
(১)	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২)	জনাব দেওয়ান গোলাম মোস্তফা	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩)	জনাব মোঃ আঃ মান্নান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৪)	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৫)	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

১	২	৩
(৬)	জনাব কাজী লিয়াকত হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৭)	জনাব আবু ছালেহ আহমেদ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৮)	জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৯)	জনাব বদরুজ্জামান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১০)	জনাব আবদুছ ছত্তার খান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১১)	জনাব এবিএম হারুন অর রশিদ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১২)	জনাব এএসএম আব্দুল মান্নান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৩)	জনাব মোঃ আবদুল মোমেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৪)	জনাব আহাম্মদ হোসেন তালুকদার (মুক্তিযোদ্ধা)	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৫)	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৬)	জনাব সুভাষ চন্দ্র হাওলাদার	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৭)	জনাব মোঃ আবু তাহের	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৮)	জনাব এ এইচ এম ওহিদুজ্জামান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(১৯)	জনাব মোঃ আবু তাহের ভুইয়া	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২০)	জনাব ভুবন মোহন চাকমা	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২১)	জনাব মোঃ আবুল হাসেম (মুক্তিযোদ্ধা)	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২২)	জনাব সৈয়দ আবু তাহের	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৩)	জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৪)	জনাব মাহবুবুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৫)	জনাব শেখ মোঃ আঃ মালেক (মুক্তিযোদ্ধা)	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৬)	জনাব একেএম আঃ খালেক মিয়া	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৭)	জনাব বাদল চন্দ্র ঘোষ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৮)	জনাব মোঃ আবদুল মজিদ খান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(২৯)	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩০)	জনাব মোঃ মোছলেহ উদ্দিন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩১)	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩২)	জনাব ইব্রাহীম আলী প্রামানিক	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩৩)	জনাব শমসের আলী	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩৪)	জনাব তরুন তপন চাকমা	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩৫)	জনাব আবু বকর সিদ্দিক	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩৬)	জনাব এসএম হাবিবুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩৭)	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(৩৮)	জনাব একেএম ছাইফ উল্লা	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তাহমিদ হাসনাত খান
উপ-সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ শাখা-০২

এল, এ, নথি নং ২১/৮০-৮১

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ জুন ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৬৬.১৩-১৬৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৫-৮১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার ৭ উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলঃ

তফসিল

মৌজা বাঞ্চানগর, জে,এল,নং ৬৩, উপজেলা সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর।

ডি, এস, পূর্ণ দাগ নং ১৬২৯৯= (০.০৭৪ পূর্ণ)।

ডি, এস, আংশিক দাগ নং ১৬৩০০= (০.১২২৫৩ পঃ অং), ১৬২৯৫= (০.০৬২৪৭ উঃ পূঃ অং)

জমির পরিমাণ কম বা বেশী=০.২৫৯ একর।

এম আর আর খতিয়ান নং-২১৭২।

জমির নক্সা ভূমি হুকুম দখল শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় লক্ষ্মীপুর অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

এল, এ, নথি নং ০৯/৭৮-৭৯

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ জুন ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৬৭.১৩-১৬৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৯-০২-৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার ৭ উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা দহশালা চর রুহীতা, জে,এল,নং ২৬২, উপজেলা সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর।

ডি, এস, আংশিক দাগ নং ১৬৭৫ (পঃ অং) এবং ১৬৯০ (উঃ পঃ অং)

জমির পরিমাণ কম বা বেশী=০.১৩ একর।

এম আর আর খতিয়ান নং ৫২, ৫৩, ৫৪ এবং ৪৩।

জমির নক্সা ভূমি হুকুম দখল শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় লক্ষ্মীপুর অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/১০ জুন ২০১৩

নং মশিবিম/প্রঃ-১/পদসৃষ্টি-৩৩/৯৪(অংশ-১)-৪২৩—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত প্রজ্ঞাপনে সরকার বাংলাদেশ সচিবালয়ের হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ এবং সহকারী হিসাব রক্ষকের পদনাম, পদ মর্যাদা ও বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল- ২০০৯ অনুযায়ী) শর্ত সাপেক্ষে নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

বর্তমান পদমান	পরিবর্তিত পদমান	বর্তমান বেতনস্কেল	পরিবর্তিত বেতনস্কেল	পরিবর্তিত পদমর্যাদা
হিসাব রক্ষক	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬৪০০-১৪২৫৫	৮০০০-১৬৫৪০	দ্বিতীয় শ্রেণী
কোষাধ্যক্ষ	কোষাধ্যক্ষ	৫৯০০-১৩১২৫	৬৪০০-১৪২৫৫	অপরিবর্তিত (তৃতীয় শ্রেণী)
সহকারী হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	৫৫০০-১২০৯৫	৫৯০০-১৩১২৫	অপরিবর্তিত (তৃতীয় শ্রেণী)

শর্তাবলী ঃ

(ক) বেতনক্রম ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের পর পদসমূহের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে;

(খ) পদগুলোর পরিবর্তনে প্রচলিত বিধি অনুসরণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে;

(গ) পরিবর্তিত পদনামের পরিবর্তিত বেতনস্কেল অর্থ বিভাগ কর্তৃক ভেটিং/যাচাই করতে হবে;

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নীত পদসমূহের নিয়োগ বিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

আদেশ

তারিখ, ০৪ জুলাই ২০১৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩১.১৩-৩৩৯—যেহেতু, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (৫১৭৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অধ্যাপক রসায়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকাকে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে ইডেন কলেজে অনুষ্ঠিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের নন-মেজর রসায়ন বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কতিপয় ছাত্রীর সাথে অশালীন আচরণ করে ছাত্রীদের শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (৫১৭৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অধ্যাপক রসায়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ জুলাই ২০১৩/২০ আষাঢ় ১৪২০

নং শিম/শাঃ৭/বিভাগীয় মামলা-৩৪/২০০৯/৩৪৩—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোনায়েম খান নিজাম (১৬৪১৫), প্রভাষক (ইংরেজী), আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে ০১-০১-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নোটিশেরও জবাব পাওয়া যায়নি এবং তা ফেরতও আসেনি। অতঃপর জেলা প্রশাসক, রংপুর এর মাধ্যমে নোটিশটি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জেলা প্রশাসক, রংপুর জানান যে, অভিযুক্তের ঠিকানা মোতাবেক গিয়ে জানতে পারেন তিনি সপরিবারে ঢাকায় অবস্থান করেন; তার ভাই নোটিশটি তার পক্ষে গ্রহণ করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ মোনায়েম খান নিজাম এর বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক ০১-০১-২০০৯ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ মোনায়েম খান নিজাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক ০১-০১-২০০৯ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

শাখা-২০ (উন্নয়ন-১)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৪ শ্রাবণ ১৪২০/২৯ জুলাই ২০১৩

নং শিম/শাঃ২০/৭-৩/২০১১/২৭৪—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন "ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সংক্রান্ত ৩০-১২-২০১২ তারিখের শিম/শাঃ২০/৭-৩/ ২০১১/৪১৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের ১১নং ক্রমিকে বর্ণিত 'কামরাঙ্গীরচর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা' এর স্থলে বিদ্যালয়টির নাম 'শেখ জামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা' নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

নং শিম/শাঃ২০/৭-৩/২০১১/২৭৫—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন "ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ঢাকা জেলার শ্যামপুর থানাধীন জুরাইন মৌজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম "জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা" নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শামসুল আলম
সহকারী সচিব।

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তদন্ত ও শৃংখলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/০৪ জুন ২০১৩

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১০৯/২০০৭/১৩১—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) ঈশ্বরদী, পাবনা-কে দুর্নীতির অভিযোগে যৌথবাহিনী কর্তৃক ২৭-১১-২০০৭ তারিখে গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে গমন করায় বি.এস.আর পার্ট-১ এর রুল ৭৩ এর নোট-২ মোতাবেক গ্রেফতারের তারিখ অর্থাৎ ২৭-১১-০৭ হতে তাকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরদী থানায় ৩টি ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত-কারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত ৩টি ফৌজদারী মামলায় বিজ্ঞ স্পেশাল জজ আদালত, পাবনা তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দিয়েছেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এবং তিনি ফৌজদারী মামলা হতে

খালাস পাওয়ায় তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু,

(ক) অত্র মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত ০৯-১২-২০০৭ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১০৯/২০০৭/৩২৭ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার-পূর্বক জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস-কে স্বীয় পদে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হল।

(খ) তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং বি.এস.আর পার্ট-১ এর ৭৩ বিধি মোতাবেক তিনি বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(গ) এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ মার্চ ২০১১ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১০৯/২০০৭/১১১ নং স্মারকমূলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

বিদ্যালয়-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৬ আষাঢ় ১৪২০/৩০ জুন ২০১৩

নং ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.০৪.০০.২০১৩-২৭০—প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ এর ৩(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার খুলনা বিভাগের নিম্নবর্ণিত ০৩টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্ণিত শর্তে ০১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ হইতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করিল :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	বিদ্যালয়ের নাম
(১)	বাগেরহাট	কচুয়া	দক্ষিণ গোপালপুর রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
(২)	বাগেরহাট	কচুয়া	কামারগাতি ঝলোডাঙ্গা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
(৩)	বাগেরহাট	কচুয়া	শোলারকোলা গোয়ালমাঠ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

(ক) সরকারিকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়সমূহের জমি, গৃহ নগদ তহবিলসহ যাবতীয় সম্পদ সরকারের অনুকূলে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান পরিচালনা কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং তদস্থলে বিধি মোতাবেক নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হইবে।

(গ) বিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকার পদ সৃষ্টি করা হইবে। পদ সৃষ্টির পর শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে প্রযোজ্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইবে।

২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৬-২০১৩ তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.০৪.০০.২০১৩-২৬২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের ৩১১১ ক্রমিকের ৪র্থ কলামে "পূর্ব চাসগোকুল রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি "পূর্ব চাম্পাফুল রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি দ্বারা ১৮৫০ ক্রমিকের ৪র্থ কলামে "দূর্গাপুর রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি ৩৯ নং দূর্গাপুর রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি দ্বারা ও ১৯২৫ ক্রমিকের ৪র্থ কলামে "দূর্গাপুর রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি " ১১৫ নং দূর্গাপুর রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি দ্বারা এবং ২৪ জুন ২০১৩ তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫. ০০০.০৪. ০০.২০১৩-২৬৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনের ১৯৬৭ ক্রমিকের "দশনাম খোসপাড়া রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি "দশনাম খাসপাড়া রেজিঃ বেঃপ্রাঃ বিদ্যালয়" এন্ট্রি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হইল।

৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৬-২০১৩ তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.০৪.০০.২০১৩-২৫৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের ১২৫৮ ক্রমিকের সম্পূর্ণ এন্ট্রি এবং ২৪ জুন ২০১৩ তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.০৪.০০.২০১৩-২৬৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনের ১১৩ ক্রমিকের সম্পূর্ণ এন্ট্রি বিলুপ্ত করা হইল।

তারিখ, ২৩ আষাঢ় ১৪২০/০৭ জুলাই ২০১৩

নং ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.০৫.০০.২০১৩-২৭৫—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১ জুলাই ২০১৩ তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫. ০০০.০৪.০০.২০১৩-২৭২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের ১ম অনুচ্ছেদে ৪৮১ ক্রমিকের পরে ও ৪৮৩ ক্রমিকের পূর্বে নিম্নরূপ ৪৮২ ক্রমিক যুক্ত হইবে, যথা:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা/থানার নাম	বিদ্যালয়ের নাম
৪৮২	গাজীপুর	কালিগঞ্জ	উত্তর খৈকড়া রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবুল কালাম
উপ-সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রশাসন (সংস্থাপন) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জুলাই ২০১৩

নং ৩৬.০৪৬.০২৮.০৬.০০.০০২.২০১১-৪৭৬—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং ৫১.১১০.২.০.১.৯২. ৩০২(৫০০), তারিখঃ ১৫-১০-৯২ মোতাবেক মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর সদয় সম্মতি-ক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে ৫টি ল্যাপটপ সংযোজন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুছ ছবুর চৌধুরী
উপসচিব।

[অভিন্ন নম্বর ও তারিখের অফিস আদেশের স্থলাভিষিক্ত]

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

অফিস আদেশ

তারিখ, ০৯ জুন ২০১৩

নং শাখা-১০/অভিযোগ-০২/০৯(অংশ-১)/২৮১—জনাব এম এ জামসেদুর রহমান, যুগ্ম-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) খুলনা (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা। সাবেক উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময় সাভার বাজারস্থ রানা প্লাজায় অবস্থিত নিউ ওয়েভ লিঃ, ফ্যান্টম এ্যাপারেলস লিঃ, টেক লিঃ, ইথার টেক্স লিঃ ও নিউ ওয়েভ স্টাইল লিঃ আপনার অধিক্ষেত্রের আওতাধীন ছিল এবং এ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ তারিখের স্মারক নং ৪০.০৫. ৩১.০.০.০১.২০১১(অংশ-৭)/৫৫৬ এর মাধ্যমে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় আপনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবেজড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

২। যেহেতু, আপনি এম এ জামসেদুর রহমান, যুগ্ম-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) খুলনা (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা। সাবেক উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে রানা প্লাজার বাণিজ্যিক ভবনে ফ্যান্টম এ্যাপারেলস লিঃ কারাখানা স্থাপনসহ মেশিন স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি নিশ্চিত না হয়ে মেশিনের লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ কারখানা লাইসেন্স নবায়নের অনুমোদন দিয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

৩। যেহেতু, আপনি এম এ জামসেদুর রহমান, তৎকালীন উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) হিসাবে, স্টাইল লিঃ কারখানাটি ২০১০ ও ২০১১ সালে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন এবং এ কারাখানাটির ৭ম হতে ১০ম তলা পর্যন্ত মেশিন লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ ৭ম তলায় কারখানার লাইসেন্স অনুমোদন করে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

৪। যেহেতু, আপনি এম এ জামসেদুর রহমান, যুগ্ম-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) খুলনা (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা। সাবেক উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকা রানা প্লাজায় ঢাকা বিভাগীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তর কর্তৃক ৪টি কারখানায় লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হলেও ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত ইথার টেক্স লিঃ ২০০৮ সাল হতেই কার্যক্রম শুরু করলেও তা আপনার দপ্তর হতে শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী লাইসেন্স নেয়নি এবং কারখানাটি আপনার নজরে আসেনি। যা প্রমাণ করে আপনি কারখানাটি কখনো পরিদর্শন করেননি। ইথার টেক্স লিঃ ২০০৮ সাল হতে কোন প্রকার লাইসেন্স ও অনুমোদন ছাড়া কারখানা চালু রাখলেও তা আপনার নজরে না আসা কর্তব্যকর্মে গাফিলতি ও অবহেলার পরিচয় প্রদান করেছেন;

৫। যেহেতু, আপনি এম এ জামসেদুর রহমান, যুগ্ম-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) খুলনা (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা। সাবেক উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে রানা প্লাজা ভবনের ৬ষ্ঠ ও ৮ম তলায় অননুমোদিত কারখানা পরিচালনা, ৭ম হতে ১০ম তলা পর্যন্ত মেশিন লে-আউট প্লান অনুমোদন করে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্র তৈরী করেছেন। তাছাড়া কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে আপনি শ্রম আইনের ২০০৬ এর ৬১, ৮৫, ৩১৯, ৩২৬ এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালার বিধি ৩, ৪, ৫ এবং ৩৮ অব্যাহতভাবে লংঘন করেছেন যা কর্তব্যকর্মে চরম গাফিলতি ও অবহেলার শামিল;

৬। যেহেতু, আপনি এম এ জামসেদুর রহমান, যুগ্ম-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) খুলনা (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা। সাবেক উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ)(ii) ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" হিসেবে গণ্য।

৭। সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) অনুযায়ী আপনাকে সরকারি চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে আপনি বিধি মোতাবেক খোরাকী মঞ্জুরী পাবেন।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

[অভিন্ন নম্বর ও তারিখের অফিস আদেশের স্থলাভিষিক্ত]

অফিস আদেশ

তারিখ, ০৯ জুন ২০১৩

নং শাখা-১০/অভিযোগ-০২/০৯(অংশ-১)/২৮২—জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল) ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময় সাভার বাজারস্থ রানা প্লাজায় অবস্থিত ইথার টেক্স লিঃ ও নিউ ওয়েভ স্টাইল লিঃ আপনার অধিক্ষেত্রের আওতাধীন ছিল এবং এ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ তারিখের স্মারক নং ৪০.০৫. ৩১.০.০.০১.২০১১(অংশ-৭)/৫৫৬ এর মাধ্যমে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় আপনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

২। যেহেতু, জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল) ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে সাভার বাজারস্থ রানা প্লাজায় ঢাকা বিভাগীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তর কর্তৃক ৪টি কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হলেও ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত ইথার টেক্স লিঃ ২০০৮ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করলেও তা আপনি জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম এর দপ্তর হতে শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী লাইসেন্স নেয়নি এবং কারখানাটি আপনার নজরে আসেনি। যা প্রমাণ করে আপনি কারখানাটি পরিদর্শন করেননি। ইথার টেক্স লিঃ ২০০৮ সাল হতে কোন প্রকার লাইসেন্স ও অনুমোদন ছাড়া কারখানা চালু রাখলেও তা আপনার নজরে না আসা কর্তব্য কর্মে গাফিলতি ও অবহেলার পরিচায়ক;

৩। যেহেতু, জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল) সাভার বাজারস্থ রানা প্লাজার ৮ম তলায় অবস্থিত নিউ ওয়েব স্টাইল লিঃ কারখানার মেশিন লে-আউট প্লান ২০১২ সালে অনুমোদন এবং লাইসেন্স নবায়নে সহায়তা করেন। এছাড়াও আপনি রানা প্লাজা ভবনের তৃতীয় ও ৮ম তলায় কারখানার নক্সায় জেনারেটর রুম থাকা সত্ত্বেও নক্সা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ এবং পরবর্তীতে অনুমোদন করে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্র তৈরী করেছেন, যা কর্তব্যকর্মে চরম গাফিলতির শামিল। তাছাড়া কারখানার

লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে আপনি শ্রম আইনের ২০০৬ এর ৬১, ৮৫, ৩১৯, ৩২৬ এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালার বিধি ৩, ৪, ৫ এবং ৩৮ অব্যাহতভাবে লংঘন করেছেন।

৪। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল) ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকা উপরোক্ত কারখানাসমূহের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ৪ বছর লাইসেন্স নবায়ন না করা সত্ত্বেও কোন তদন্ত ছাড়া এবং কোন সুপারিশ ব্যতিরেকে একটি বাণিজ্যিক ভবনে লাইসেন্স অনুমোদন দিয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল) ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকা কর্মরত থাকা সময়ে আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ)(ii) ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" হিসেবে গণ্য।

৬। সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) অনুযায়ী আপনাকে সরকারি চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে আপনি বিধি মোতাবেক খোরাকী মঞ্জুরী পাবেন।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

[অভিন্ন নম্বর ও তারিখের অফিস আদেশের স্থলাভিষিক্ত]

অফিস আদেশ

তারিখ, ০৯ জুন ২০১৩

নং শাখা-১০/অভিযোগ-০২/০৯(অংশ-১)/২৮৩—জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময় সাভার বাজারস্থ রানা প্লাজায় অবস্থিত নিউ ওয়েভ বটমস লিঃ, ফ্যান্টম এ্যাপারেলস লিঃ, ফ্যান্টম টেক লিঃ, ইথার টেক্স লিঃ ও নিউ ওয়েভ স্টাইল লিঃ আপনার অধিক্ষেত্রের আওতাধীন ছিল এবং এ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ তারিখের স্মারক নং ৪০.০৫.৩১.০.০.০১. ২০১১(অংশ-৭)/৫৫৬ এর মাধ্যমে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় আপনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

২। যেহেতু, জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময় রানা প্লাজা বাণিজ্যিক ভবনে কারখানা স্থাপনসহ মেশিন স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি নিশ্চিত না হয়ে মেশিনের লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ কারখানা লাইসেন্স নবায়নের অনুমোদন দিয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

৩। যেহেতু, জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময় রানা প্লাজায় অবস্থিত উপরোক্ত কারখানাসমূহের নক্সা ও লাইসেন্স অনুমোদনের সময় সরেজমিনে তদন্ত না করে দায়সারাভাবে তৈরী করা নথিতে লাইসেন্স নম্বর উল্লেখ না করে একটি বাণিজ্যিক ভবনে দীর্ঘ ৪ বছর বিরতি দিয়ে কারখানা স্থাপনের সুপারিশ করে কর্মব্যকর্মে চরম অবহেলা করেছেন;

৪। যেহেতু, আপনি জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকা উপরোক্ত কারখানাসমূহের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ৪ বছর লাইসেন্স নবায়ন না করা সত্ত্বেও কোন তদন্ত ছাড়া এবং কোন সুপারিশ ব্যতিরেকে একটি বাণিজ্যিক ভবনে লাইসেন্স অনুমোদন দিয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

৫। যেহেতু, জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে রানা প্লাজার ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত ইথার টেক্স লিঃ ২০০৮ সাল হতে কোন প্রকার লাইসেন্স ও অনুমোদন ছাড়া কারখানা চালু রাখলেও তা আপনার নজরে না আসা কর্মব্যকর্মে গাফিলতি ও অবহেলার পরিচয় প্রদান করেছেন;

৬। যেহেতু, জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে রানা প্লাজা ভবনের ৩য় ও ৮ম তলায় কারখানার নক্সায় জেনারেটর রুম থাকা সত্ত্বেও নক্সা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ এবং পরবর্তীতে নক্সা অনুমোদন করে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্র তৈরী করেছেন, যা কর্তব্যকর্মে চরম গাফিলতির শামিল। তাছাড়া কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে আপনি শ্রম আইনের ২০০৬ এর ৬১, ৮৫, ৩১৯, ৩২৬ এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালার বিধি ৩, ৪, ৫, এবং ৩৮ অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করেছেন এবং ২৩-০৪-২০১৩ তারিখ রানা প্লাজার ৩য় তলার কলামে ফাটল ধরার বিষয়টি প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পরও কারখানাগুলো বন্ধের কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করে অপরাধ করেছেন।

৭। যেহেতু, জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, পরিদর্শক (প্রকৌশল) (সাময়িক বরখাস্ত), ঢাকা বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) (ii) ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" হিসেবে গণ্য।

৮। সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) অনুযায়ী আপনাকে সরকারি চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে আপনি বিধি মোতাবেক খোরাকী মঞ্জুরী পাবেন।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জুন ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪২.১৩-৬৪১—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সহকারী পুলিশ সুপার হাইওয়ে পুলিশ (পশ্চিমাঞ্চল), বগুড়া এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বরিশাল এর সিআর কেস নং ১৮৮/১৩-তে বিজ্ঞ আদালত গত ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন; এবং

২। যেহেতু বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ মোতাবেক উক্ত কর্মকর্তাকে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ থেকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন;

৩। সেহেতু বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সহকারী পুলিশ সুপার হাইওয়ে পুলিশ (পশ্চিমাঞ্চল), বগুড়া-কে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জুন ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০১.০০১.১১-৪০১—১৮৯৮ খ্রিঃ ফৌজদারী কার্যবিধি (৫ নং আইন) এর ৪ উপ-ধারা ১(এস) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত তফসিলের ৪র্থ কলামে বর্ণিত যাত্রাবাড়ী থানা হতে কিছু অংশ বিমুক্ত করে এবং বিমুক্ত অংশটুকু বিদ্যমান মুগদা থানায় অন্তর্ভুক্ত করে ২য় কলামে বর্ণিত মৌজাসমূহ দিয়ে "মুগদা থানা" পুনর্গঠন করল :

থানার সীমানা :

রাস্তা: বিশ্বরোড কমলাপুর ফুট ওভার ব্রীজ হতে মানিক নগর ঋষিপাড়া ক্রসিং, মানিক নগর ক্রসিং, দক্ষিণ মানিক নগর, মিয়াজান গলি, কাজিরবাগ, পূর্ব মানিক নগর ঝিল পাড়, বালুর মাঠ, ওয়াসা রোড হতে আনন্দ ধারা ব্রীজ, কাজী জাফর স্কুলের গলি, মানিক নগর মডেল হাই স্কুল রোড হতে নতুন ব্রীজ হয়ে বাশার টাওয়ার রোড, মুগদা ক্রসিং হতে বাশার টাওয়ার হয়ে মান্ডা আমিন মোহাম্মদ গ্রীন মডেল টাউন, মান্ডা ১ম গলি, মুড়ি ওয়ালার গলি, দানবের গলি, লেটকা ফকিরের গলি, পিয়ার আলীর গলি, মলয়ের গলি, সোনা মিয়ার গলি, মুগদা মৎস্য আড়ত, ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল মুগদা, জান্নাতবাগ রোড, ব্যাংক কলোনী রোড, মদিনাবাগ ওয়াসা রোড।

দ্রষ্টব্য ঃ বর্ণিত রাস্তা সীমান্ত এবং এ রাস্তার মধ্যে দিয়ে টানা রেখা সীমান্ত রেখা হিসেবে বিবেচিত হবে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	ওয়ার্ড	বর্তমানে কোন থানার অন্তর্গত
(১)	ব্রাহ্মণচিরণ (অংশ)	১২	**ওয়ার্ড নং-২৯ :** **এলাকা:** বিশ্বরোড কমলাপুর ফুট ওভার ব্রীজ হতে মানিকনগর ক্রসিং, মৎস্য আড়ত, উত্তর মুগদা পাড়া, মদিনাবাগ, মুগদা ঝিলপাড়া, ছেদ পাড়া দক্ষিণ মুগদা পাড়া, ব্যাংক কলোনী, আনন্দধারা, বেঙ্গল গার্মেন্টস গলি আবাসিক এলাকা, ওয়াপদা গলি, ৭ম গলি, মুগদা স্টেডিয়াম।	মুগদা থানা
			ওয়ার্ড নং-৩০ : **এলাকা:** মানিক নগর, পূর্ব মানিক নগর, ওয়াসা রোড, ১৯ কাঠা, খালপাড়, ঝিলপাড়, পূর্ব মানিক নগর ঝিলপাড়, মানিক নগর মডেল হাইস্কুল, কুমিল্লা পট্টি, উত্তর মানিক নগর, মিয়াজান গলি, কাজিরবাগ, দক্ষিণ মানিক নগর এলাকাটির পশ্চিম পাশ এলাকা দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর রোড এবং অপর পাশ দিয়ে মানিক নগর পুকুর পাড় হতে ধলপুরগামী রাস্তা।	দক্ষিণ মানিক নগর, মিয়াজান গলি ও কাজিরবাগ বর্তমানে যাত্রাবড়ী থানা এবং অবশিষ্ট অংশ মুগদা থানা
(২)	মান্ডা	৪৪	**ইউনিয়ন মান্ডা :** **এলাকা:** মান্ডা ১ম গলি, হায়দার আলী মডেল হাইস্কুল, মুড়িওয়ালার গলি, দানবের গলি, লেটকা ফকিরের গলি, পিয়ার আলীর গলি, কদম আলী ঝিলপাড়, মলয়ের গলি, সোনা মিয়ার গলি, বড় পাড়া, জাইলা পাড়া, টাকি পাড়া, বট তলা, আমিন মোহাম্মদ গ্রীন মডেল টাউন।	মুগদা থানা

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আশফাকুল নুমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে]

আইন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ বৈশাখ ১৪১৯/২৫ এপ্রিল ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১২-৫৮৮—গত ২৭-০৩-২০১২ তারিখ রাত ২০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ডিগ্রী বাংলা জাতীয় ভাষা বইয়ের মধ্যে হইতে লেখক আবুল মুনসুর আহম্মদ এর নির্বাচিত গল্প "হুজুর কেবলা" নামীয় গল্পটি নাটক হিসাবে ফতেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা উপস্থাপন শুরু করে। মঞ্চ নাটকটিতে উপস্থাপিত গল্পটিতে মুসলমানদের সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে কটুক্তিমূলক কথাবার্তা উপস্থাপন ও প্রকাশ করার ফলে উপস্থিত দর্শক/শ্রোতারা প্রতিবাদ করলে নাটকটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। "হুজুর কেবলা" নাটকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে কটুক্তি ও অবমাননা কর কথাবার্তা মঞ্চায়িত হওয়ার ফলে কালিগঞ্জ থানায় মামলা নং-০৫, তারিখ ০৫-০৪-২০১২, ধারা ১৫৩/২৯৫-ক/১২০-খ দণ্ডবিধি নিয়মিত মামলা হয় এবং জড়িত আসামীদের মধ্যে ০৩ জন আসামী গ্রেফতার হয়। অপরদিকে বিষয়োক্ত মামলার আসামী (১) মিজানুর রহমান @ মিজান, পিতা মাওলানা আজিজুর রহমান, সাং ফতেপুর, থানা কালিগঞ্জ, জেলা সাতক্ষীরা "দৈনিক দৃষ্টিপাত" পত্রিকার ৪নং শ্রীপুর ইউনিয়ন প্রতিনিধি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাংগা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে গত ২৮-০৩-২০১২ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ১৯.৩০ মিনিট এর সময় তাহার নিজস্ব বসত বাড়ীতে বসিয়া প্রচার করিয়া মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে নারী লোভী, নারী পাগল এবং একাধিক নারীর সতিহ অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলিয়া সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত "দৈনিক দৃষ্টিপাত" পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য অতিরঞ্জিত করে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করেন। যাহা গত ২৯-০৩-২০১২ তারিখ "দৈনিক দৃষ্টিপাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত আসামী তাহার প্রেরিত প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে আরো অধিকভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ফলে উল্লিখিত এলাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দাংগা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ৩১-০৩-২০১২ ও ০২-০৪-২০১২ তারিখে ফতেপুর ও চাকদাহ সাকিনে বিক্ষোভকারীরা বাড়ী ঘর ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের মত মারাত্মক অপরাধমূলক কর্মকান্ড করে। ইহার ফলে হিন্দু এবং মুসলমানদের ৭/৮ টি পরিবারের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়। উক্ত আসামী মিজানুর রহমান @ মিজান সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্ট ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির মানসে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সংবলিত সংবাদ পরিবেশন করে। বর্ণিতাবস্থায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ থানা, সাতক্ষীরাকে দণ্ডবিধি'র ১২০-খ ধারার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৬-ক ধারায় এবং ২৯৫-ক ধারার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৬ ধারায় সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ জুন ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৫.২০১৩-৭৭৫—মোঃ নাজমুল আহসান, পিতামৃত আনসার আলী হাওলাদার, সাং দক্ষিণ সোনাখালী, থানা মঠবাড়ীয়া, জেলা পিরোজপুর, থানায় হাজির হয়ে আসামী (১) মোঃ ফিরোজ হোসেন মৃধা, পিতামৃত বেলায়েত হোসেন মৃধা, সাং ৭নং ওয়ার্ড, সাবরেজিষ্ট্রি অফিস রোড মুচিপাড়া, মাঠবাড়ীয়া পৌরসভা (২) মোঃ মোক্তার, পিতার-অজ্ঞাত, সাং অজ্ঞাত (৩) মোসাঃ ফারজানা আক্তার লাইলী ওরফে ফারজানা, স্বামী মোঃ ফিরোজ হোসেন মৃধা, সাং ৭নং ওয়ার্ড সাবরেজিষ্ট্রি অফিস রোড, মুচিপাড়া, মঠবাড়ীয়া পৌরসভা, থানা মঠবাড়ীয়া, জিলা পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে সৌদি আরব থাকাকলীন ১নং আসামীর সাথে অভিযোগকারীর পরিচয় হয়। অভিযোগকারী ১নং আসামীসহ মোট ০৪ জন একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কাবা শরীফে বসিয়া কেহ কারো সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে না মর্মে শপথ করিয়া তাহারা একত্রে সৌদি আরবে নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লেবার সরবরাহ করার ব্যবসা শুরু করে। ১নং আসামী সৌদি ভাষা ও ইংরেজী ভাষা ভালো জানার কারণে তাহারা বাকী ০৩ জন ব্যবসার অংশীদার ১নং আসামীকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সকল ধরনের যোগাযোগের দায়িত্ব প্রদান করে এবং তাহারা লেবার সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে। তাহাদের প্রতিষ্ঠানের গাল্‌ফ এজেন্সী (INT) এর মাধ্যমে চায়না রেলওয়ে কোম্পানীতে লেবার সরবরাহের একটি কাজ পান। আসামী ফিরোজ চায়না রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট থেকে তাহাদের গাল্‌ফ এজেন্সীর নামে বিভিন্ন সময়ের বিল তার নামে চেক গ্রহণ করে টাকা আত্মসাত করিয়াছে। ঘটনাটি বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত হয়েছে সেজন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত অপরাধ তদন্তের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৬ ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মঠবাড়ীয়া থানা, পিরোজপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৯৮-এর ১৮৮ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৩.২০১১-৭৭৬—এস এম পি, সিলেট এর জালালাবাদ থানার মামলা নং ০৯, তারিখ, ১৩-০১-২০১২, জিআর নং-০৯/২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৮/৯(২)/১৩ ধারা মামলাটিতে ধৃত আসামী মোঃ আবুল কাহের সুমন এর বিরুদ্ধে অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০(২) এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্বারা প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৩ জুন ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৯৩.২০১২-৫৬৪—যেহেতু, ডাঃ মীর মোবারক হোসাইন (১১৪৭২৮), রিসার্চ অফিসার, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি

কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি ৫ দিনের প্রশিক্ষণে যোগদান না করার কারণ হিসেবে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা বলেন তবে এর স্বপক্ষে কোন ডাক্তারী সনদ দেখাতে পারেননি;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মীর মোবারক হোসাইন (১১৪৭২৮), রিসার্চ অফিসার, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তার বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০১.২০১২-৫৬৮—যেহেতু, ডাঃ অঞ্জন কুমার চক্রবর্তী (৪৩৫৫৪), সহকারী রেজিস্ট্রার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে গত ৩০-০৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বছর প্রেষণ ভোগ শেষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পদায়নের জন্য আবেদন করেছিলেন। তবে এর স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণপত্র দাখিল করতে পারেন নাই। তিনি তাঁর অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ অঞ্জন কুমার চক্রবর্তী (৪৩৫৫৪), সহকারী রেজিস্ট্রার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১১ জুন ২০১৩

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০২৬.২০১৩-২১৯—যেহেতু, ডাঃ শেখ শরফুদ্দিন নাহিদ (কোড নং ১২২১৩৯), রেডিওলজিস্ট, সদর হাসপাতাল, ভোলা বর্তমানে জাতীয় বক্ষব্যধি ইনঃ ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১১-০৬-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক ডাঃ শেখ শরফুদ্দিন নাহিদ (কোড নং ১২২১৩৯), রেডিওলজিস্ট, সদর হাসপাতাল, ভোলা বর্তমানে জাতীয় বক্ষব্যধি ইনঃ ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-কে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

নার্সিং শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ আষাঢ় ১৪২০/০২ জুলাই ২০১৩

নং ৪৫.১৫৮.০১১.০০.০০.০২১.২০১১-৩৪২—মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সেবা পরিদপ্তরের আওতায় সিনিয়র স্টাফ নার্সের শুন্য পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সেবা পরিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি "The Directorate of Nursing Services (Gazetted and non Gazetted Post) Recruitment Rules, 1979" এর বিধান অনুসরণ না করে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ব্যাচ, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং একই সময় পর্যন্ত প্রার্থীর বয়স সীমা ৩০ এর স্থলে ৩৬ বৎসর নির্ধারণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুনিরুল ইসলাম
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১২ আষাঢ় ১৪২০/২৬ জুন ২০১৩

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০১.২০১৩-৯২৪—যেহেতু, আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল মতিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র।

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর অভিযোগের আলোকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানায় রুজুকৃত মামলা নং-৫১, তারিখ, ২৪-০৯-২০১২ এর প্রেক্ষিতে অভিযোগপত্র নং ৬৮৭, তারিখ ২৬-১১-২০১২ গত ২৮-০২-২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত, ক-অঞ্চল, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

যেহেতু, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর দ্বারা পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল মতিনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০১.২০১৩-৯২৫—যেহেতু, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর।

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর অভিযোগের আলোকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানায় রুজুকৃত মামলা নং-৫১, তারিখ, ২৪-০৯-২০১২ এর প্রেক্ষিতে অভিযোগপত্র নং ৬৮৭, তারিখ ২৬-১১-২০১২ গত ২৮-০২-২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত, ক-অঞ্চল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

যেহেতু, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর দ্বারা পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবিরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০১.২০১৩-৯২৬—যেহেতু, জনাব আব্দুল বারেক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর।

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর অভিযোগের আলোকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানায় রুজুকৃত মামলা নং-৫১, তারিখ, ২৪-০৯-২০১২ এর প্রেক্ষিতে অভিযোগপত্র নং ৬৮৭, তারিখ ২৬-১১-২০১২ গত ২৮-০২-২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত, ক-অঞ্চল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

যেহেতু, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর দ্বারা পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আব্দুল বারেককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপ-সচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ আষাঢ় ১৪২০/৩০ জুন ২০১৩

নং ৪৭.০৩২.০২৬.০৬১.০০১.২০১০-৪৬৫—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৫-১০-৯২ খ্রিঃ/৩০-০৬-৯৯ বঙ্গাব্দ তারিখের ৫১.১১০. ২.০.১. ৯২-৩০২(৫০০) নং স্মারক পত্রের নির্দেশনা অনুসারে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর-এর জন্য ০১ (এক)টি জীপ গাড়ী সমবায় অধিদপ্তরের সংগঠন ও সরঞ্জাম (Table of organization and equipment) এর তালিকায় এতদ্বারা সংযোজন করা যাচ্ছে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা করা যাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মজিদ
উপ-সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০১.০১২.০৪.৬৭৩—১৮৯৮ খ্রিঃ ফৌজদারী কার্যবিধির (৫নং আইন) এর ৪ এর উপ-ধারা ১(এস) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পাবনা জেলার বেড়া মডেল থানা ও সুজানগর থানা বিভক্ত করে পাবনা জেলার বেড়া থানাধীন আমিনপুর তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীত করে নিম্নোক্ত তফসিলের ২ নং কলামে বর্ণিত ইউনিয়নসমূহের ৩ নং কলামের মৌজাসমূহ নিয়ে **"আমিনপুর থানা"** গঠন করলো ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
(১)	বেড়া থানার পুরান ভারেঙ্গা	রঘুনাথপুর	৬৭
		কোলচিনখড়া	৭০
		মধুপুর	১১২
		গনপতাদিয়া	১১১
		লক্ষিপুর	১১৩
		ঝাউকান্দা	১১৪
		পেদুয়ানলখোলা	১১৭

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
		গংরাজানী	১২০
		দেওনাই	১২২
		পুকুরপাড়	১২৬
		ধোপাকোলা	১২৯
		বড়চকপেদুয়া	১১৬
		ছোটচকপেদুয়া	১১৫
		গাধুলী	১২৪
		মুলকান্দি	১২৮
		বোরামারা	৫০
		ভারেঙ্গা	১১৯
		সুলতানদিয়া	১০৯
		রাজারামপুর	১২৫
		কল্যানপুর	১১৮
		গংগাদিয়া	১১০
		গজারিয়া	১০৮
		তারানগর	৪৯
(২)	বেড়া থানার জাতসাকিনী	সিংহাসন	৫১
		শিমুলিয়া	৫২
		দিঘলকান্দি	৫৩
		সালপা নান্দিয়ারা	৫৪
		ব্রিনান্দিয়ারা	৫৫
		টাংবাড়ী	৫৬
		হরিদেবপুর	৫৭
		শিবপুর	৫৮
		কাপাসকান্দা	৫৯
		নগরবাড়ী	৬০
		কালিকাপুর	৬১
		বিশ্বনাথপুর	৬২
		জাতসাকিনী	৬৩
		মির্জাপুর	৬৪
		দাতিয়া	৬৫
		নাটিয়াবাড়ী	৬৬
		রানীগ্রাম	৬৮
		শ্রীনিবাসদিয়া	৬৯
(৩)	বেড়া থানার রূপপুর	ঘোপাশিলেন্দা	৭৩
		সন্নাসীবাধা	৭৪
		দয়ারামপুর	৭৫
		রূপপুর	৭৬
		ভূঞ্রাপাড়া	৭৭
		ভবানিপুর	৭৮
		বড় নওগাঁ	৮০
		দিয়ার সামুন্দা	৮১
		দড়িশরিফপুর	৮৬
		খানপুর	৮৭
		চকবন্দী	৮৮
		নটাকোলা	৮৯
		পাগলা	১১০
		কদমীশরিফপুর	১১১
		রামনগর	১১২

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
		বড়ভবানীপুর	১১৩
		কালিকাবাড়ী	১১৪
		গোপালপুর	১১৫
(৪)	বেড়া থানার মাসুমদিয়া	মাসুমদিয়া	৭৯
		সমেশপুর	১৩৬
		তালিমনগর	১৩৭
		হাট তলিমনগর	১৩৩
		কাজী শরিফপুর	৮৪
		ছোট নওগাঁ	৮২
		চক আঃ শুকুর	৮৩
		দয়ালনগর	৯৩
		যদুপুর	১৪৪
		বড় শ্যামপুর	১৩৯
		এনায়েতকান্দি	১৩৮
		মহিষাকোলা	৮৯
		বালুন্দরী	৯৮
		রাজধরদিয়া	১০৩
		পাইকান্দি	৮৫
		গোপালপুর	১৩৭
		হিজলাকোটা	৯৭
		পূর্বকাচাদিয়া	১৪২
		পশ্চিম কাচাদিয়া	১০২
		উত্তর কাচাদিয়া	১০৪
		ইয়ারপুর	১৩৫
		ছোট শ্যামপুর	৯৫
		জয়কৃষ্ণপুর	১৪১
		দাসপাড়া	১৪৩
		ছোট ভবানীপুর	১৩৫
(৫)	বেড়া থানার ঢালারচর	রামনারায়নপুর	৯৬
		কমরপুর	৯৯
		মালদহ	১০০
		খয়েরদিকান্দি	১০১
		জয়কৃষ্ণপুর	১৪১
		দাশপাড়া	১৪৩
		ঢালা	১৪৪
		নতিবপুর	১৪৫
		চরনতিবপুর	১৪৮
		খাসঢালা	১৪৯
		পানপাড়া	১৫৯
		মালদোবা	১৫৮
		চরদূর্গাপুর	১৫২
		দরিরচর	১৫৩
		চররামকৃষ্ণপুর	১৫৪
		মিরপুর	১৫৫
		দূর্গাপুর	১৫৬
		আকনাই	১৫৭
		ছাইথোপা	১৫৮
		বড়দূর্গাপুর	১৫৯
		কোকলী	১৬০

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
		নালাদহ	১৬১
		ধারাই	১৬২
		খাসচরঢালা	১৬৩
		বড়গোয়ালন্দরচর	১৬৪
(৬)	সুজানগর থানার আহম্মদপুর	চরগোবিন্দুপুর	১৩২
		আলাদিপুর	১৩৩
		গোবিন্দপুর	১৩৪
		মোবারকপুর	১৩৫
		বিরাহীমপুর	১৩৬
		সোনাতলা	১৩৯
		বোয়ালিয়া	১৪০
		দারিয়াপুর	১৩৭
		আহম্মদপুর	১৩৮
		সৈয়দপুর	১৪১
		উজানকয়া	১৪২
		ভুর কুলিয়া	১৪৫
(৭)	সুজানগর থানার রানীনগর	বিলগন্ডহস্তী	১৪৬
		কদমতলী	১৫৪
		বাদাই কদমতলী	১৫৫
		বৃ-মালঞ্চি	১৫৬
		দক্ষিণ রানীনগর	১৪৭
		রানীনগর	১৪৫
		ভাটিকয়া	১৪৪
		টাকিগাড়া	১৪৮
		হিরন নদী	১৪৯
		ভাতশালা মালঞ্চি	১৫০
(৮)	সুজানগর থানার সাগরকান্দি	খলিলপুর	৯৮
		হুগলা ডাঙ্গী	১৬৬
		সাগরকান্দি	১৬৫
		ইসলামপুর বরুরিয়া	১৫৮
		আমিরাবাদ বরুরিয়া	১৬৪
		সিন্দুরী বরুরিয়া	১৫৯
		পুকুরনিয়া	১৫৩
		কদিম মালঞ্চি	১৫১
		দড়ি মালঞ্চি	১৫২
		শ্যাম সুন্দরপুর	১৬০
		গোয়ালকান্দি	১৬১
		গোবিন্দপুর	১৬৩
		শ্রীপুর	১৬২
		উত্তর চর কালিকাপুর	১৮৯
		চর নন্দলালপুর	১৮১
		চর প্রানপুর	১৮০
		দিয়ারা শিবরামপুর	১৭৯
		খাস চর পদ্মা	১৭৮
		চর খলিলপুর	১৬৭
		রাধাকৃঞ্চপুর	১৬৮
		দক্ষিণ চর কালিকাপুর	১৯০

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০১.০১২.০৪.৬৭৪—১৮৯৮ খ্রিঃ ফৌজদারী কার্যবিধির (৫নং আইন) এর ৪ এর উপ-ধারা ১(এস) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পাবনা জেলার বেড়া মডেল থানা ও সুজানগর থানাকে বিভক্ত করে পাবনা জেলার বেড়া থানাধীন আমিনপুর তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীত করে আমিনপুর থানা প্রতিষ্ঠা করায় নিম্নোক্ত তফসিলের ২ নং কলামে বর্ণিত ইউনিয়নসমূহের ৩ নং কলামের মৌজাসমূহ নিয়ে **"বেড়া থানা"** গঠন করলো ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
(১)	বেড়া পৌরসভা	বৃশালিখা	০১
		বনগ্রাম	০২
		শালিকাপাঠক	০৩
		উত্তর সম্ভুপুর	০৪
		দক্ষিণ সম্ভুপুর	০৫
		পায়না তেঘরী	০৬
		হাতিগাড়া	০৭
		সানিলা	০৮
		আমসুফরি	০৯
		জোড়দহ	১০
		বাঙ্গাবাড়িয়া	১১
		বরশিলা	১২
		সলপা বরশিলা	১৯
		তেঘরী সানানদা	২০
		চকবাড়াদিয়া	২১
(২)	হাটুরিয়া নাকালিয়া	হাটুরিয়া	১৮
		পেচাকোলা	২৬
		চকনয়ানপুর	২৭
		চরপেচাকোলা	২৩
		চরনাগদা	৪৩
		আড়ালিয়া	৪৪
		পাইকান্দি	৪৫
		চরসাঁড়াশিয়া	৪১
		চরনাকালিয়া	২৪
		নাকারিয়া	২৫
		সাঁড়াশিয়া	৩৯
		আশরাফপুর	৪০
(৩)	নতুন ভারেঙ্গা	বকচর	৪৬
		সাফুলা	৩৩
		আগবাগসোহা	৪৭
		পূর্ব শ্রীকণ্ঠদিয়া	৪২
		ধলথোপা	৪৮
		পাকুরিয়া	৩৪
(৪)	কৈটোলা	হরিরামপুর	২৮
		বেঙ্গালিয়া	৩৭
		ঘিওর	৩৬

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
(৫)	চাকলা	চাকচাকলা	১৩
		দমদমা	১৪
		খৈলা খাকছাড়া	১৫
		হাটুরিয়া আংশিক	১৮
		পাচুরিয়া	১৬
		তারাপুর	২৯
		বাগজানা	৩০
		কুশিয়ারা	৩১

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০১.০১২.০৪-৬৭৫—১৮৯৮ খ্রিঃ ফৌজদারী কার্যবিধির (৫ নং আইন) এর ৪ এর উপ-ধারা-১(এস) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পাবনা জেলার বেড়া মডেল থানা সুজানগর থানা বিভক্ত করে আমিনপুর তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীত করে আমিনপুর থানা প্রতিষ্ঠা করায় নিম্নোক্ত তফসিলের ২নং কলামে বর্ণিত ইউনিয়নসমূহের ৩ নং কলামের মৌজাসমূহ নিয়ে **"সুজানগর থানা"** পুনর্গঠন করলো ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জেএল নং
১	২	৩	৪
(১)	সুজানগর পৌরসভা	১নং ওয়ার্ড নিয়োগীর বনগ্রাম	০৪
		নন্দনপুর	০৫
		ছোট বনগ্রাম	১৮
		খাঁরপাড়া (আংশিক)	০৬
		২নং ওয়ার্ড ভবানীপুর (আংশিক)	২৩
		রাধানগর	১৯
		৩নং ওয়ার্ড ভবানীপুর (আংশিক)	২৩
		৪নং ওয়ার্ড চর ভবানীপুর	২৪
		৫নং ওয়ার্ড সুজানগর (আংশিক)	২২
		৬নং ওয়ার্ড সুজানগর (আংশিক)	২২
		৭নং ওয়ার্ড সুজানগর (আংশিক)	২২
		বলরামপুর	২০
		৮নং ওয়ার্ড মানিকদীর (আংশিক)	২৭
		৯নং ওয়ার্ড গোকুলপুর	২১
		মানিকদীর (আংশিক)	২৭
(২)	তাঁতীবন্দ	তাঁতীবন্দ	০১
		বনগ্রাম	০২
		পার্বতীয়া	০৩
		কামারদুলিয়া	০৭
		চন্ডিপুর	০৮
		উদয়পুর	০৯
		ক্রোড়দুলিয়া	১০
		বেড়া দুলিয়া	১১
		ধরপাড়া	১২
		ঘোড়াদহ	১৩
		পার ঘোড়াদহ	১৪
		মধুপুর	১৫
		বারইপাড়া	১৬
(৩)	ভায়না	মধুরাপুর নন্দনপুর	১৭
		চর ভবানীপুর দিয়ারা	২৪
		সুজানগর দিয়ারা	২৫
		বিশ্বনাথপুর	২৮
		বিশ্বনাথপুর দিয়ারা	২৯
		লক্ষীপুর দিয়ারা	৩০ এস এ রেকর্ড
		লক্ষীপুর	৩১
		ভায়না	৩২
		কৃষ্ণপুর	৩৩
		নারায়নপুর	৩৪
		উত্তর দূর্গাপুর	৩৬
		সাহাপুর	৩৭
		হেমরাজপুর	৩৯
		মানিকদীর দিয়ারা	২৫
(৪)	মানিকহাট	খয়রান	৪৯
		গাবগাছি	৫০
		বিক্রমাদিত	৫১
		দাসপাড়া	৫২
		তৈলকুন্ডু	৫৩
		মানিকহাট	৫৪
		মাছপাড়া	৭০
		সৌক্ষেতুপাড়া	৭১
		ভিটভিলা	৭২
		মালিফা	৭৩
		বিলমাদিয়া	৭৪
		বোনকোলা	১১৯
		ছোট মানিকহাট	১১৮
		বহল বাড়ীয়া	১২০
		উলাট চন্ডিপুর	১২১
(৫)	দুলাই	রাই শিমুল	৩৫
		খোদ্দ দূর্গাপুর	১২২
		ছোট জোড় পুকুরিয়া	১২৩
		বগাজানি	১২৪
		বামুন্দি	১২৫
		বড় জোড় পুকুরিয়া	১২৬
		তেবিলা	১২৭
		বেথুরিয়া	১২৮
		শিবরামপুর	১২৯
		বদনপুর	১৩০
		দুলাই	১৩১
(৬)	হাটখালী	হাকিমপুর	১০৫
		ঘনশ্যামপুর	১০৯
		রাখবপুর	১০৮
		ভাদুরবাগ	১১৫
		সৈয়দপুর	১১৬
		হাটখালী	১১৭
		নুর উদ্দিনপুর	১১৪

১	২	৩	৪
		ধুলদি	১১২
		কামালপুর	১১১
		কাশিমনগর শ্রীপুর	১১০
		সোলাকুড়া	১০৭
		সাগতা	১৫৭
		ধুরিয়া	১১৩
(৭)	সাতবাড়িয়া	কুড়িপাড়া	৩৮
		মোজাহিতপুর	৩০
		মোমরাজপুর দিয়াড়া	৪১
		মোমরাজপুর	৪২
		নিশ্চিন্তপুর	৪৩
		নিশ্চিন্তপুর দিয়াড়া	৪৪
		বোনকোলা	৪৫
		তারাবাড়ীয়া	৪৬
		ফকিৎপুর	৪৭
		কাদোয়া	৪৮
		রামচন্দ্রপুর	৫৫
		ভাটপাড়া	৫৬
		কাকিয়ান	৫৭
		শ্যামনগর	৫৮
		নারুহাটি	৫৯
		সিংহনগর	৬০
		সিন্দুরপুর	৬১
		কন্দপপুর	৬২
		হরিরামপুর	৬৪
		চর হরিরামপুর	৬৫
		চক রাম কান্তপুর	৬৭
		রাধাবলভপুর	৬৮
		গুপিনপুর	৬৯
		চর বনভিডাঙ্গী	৬৬
(৮)	নাজিরগঞ্জ	মাসুমদিয়া	৭৫
		দিয়ারপাড়া	৭৬
		সাহামীরপুর	৭৮
		চর রামনগর	৭৯
		চর খানপুর	১৭০
		কাশিনাথপুর	১৭৩
		চর রাজাপুর	১৭৪
		ভবানীপুর	১৭৫
		ডিক্রি রানীনগর	৯২
		চর ভূমিকম্প	৮০
		ইন্দ্রজিতপুর	৮১
		মালফিয়া	৮২
		উদয়পুর	৮৪
		গোয়ারিয়া	৮৩
		নওয়াগ্রাম	৮৫
		রাইপুর মাছপাড়া	১০৩
		মহনপুর	৮৭
		বালিয়াডাঙ্গী	৮৮
		মহব্বতপুর	৮৯
		গোপালপুর	৯০
		বরখাঁপুর	৯২
		নরসিংহপুর	১০২
		নারায়নপুর	১০১
		মহব্বতপুর ডাঙ্গা	১০৬
		রামনগর	১০৪
		চর সন্তোষপুর	১৭৬
		গরগাঁও	৯৯
		দৈইপাড়া	১০০
		দূর্গাপুর	৯৬
		বুল চন্দ্রপুর	৯৪
		সন্তোষপুর	৯৫
		কালিকাপুর	৯৭
		চর পদ্মা	১৭২
		দ্বীপ চর খানপুর	১৭১
		চর মুখার্জী	৯৩

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নূর-এ-মাহবুবা জয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বীমা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ জানুয়ারি ২০১১

নং ৫৩.০০৫.০১১.০০.০০.০০৯.২০০৮-২৭৬—বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ৩, ৫(১) এবং ৬ ধারার বিধান মতে সরকার নিম্নোক্তভাবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করিল ঃ

চেয়ারম্যান

(১) জনাব এম. শেফাক আহমেদ, এ্যাকচুয়ারী

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মুহাম্মদ জিয়াউল হক মামুন, অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) জনাব নব গোপাল বণিক, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(৪) জনাব মোঃ শমসের আলী, প্রাক্তন যুগ্মসচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গকুল চাঁদ দাস
যুগ্মসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ২০ আগস্ট ২০১৩

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.১৩.০০৬.১৩-৫৫৬—স্থাপত্য অধিদপ্তরের উপ প্রধান স্থপতি (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ ফারুকুল ইসলাম গত ০৭ জুন ২০১৩ তারিখ শুক্রবার চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

২। মরহুম মোঃ ফারুকুল ইসলাম ০১-১১-১৯৬১ তারিখে ঢাকা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৬ সালে ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার (বি.আর্ক) এবং ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব লুভেন, বেলজিয়াম হতে ১৯৯৫ সালে মাস্টার অব আর্কিটেকচার (এম.আর্ক) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২৩-১০-১৯৮৮ খ্রিঃ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সহকারী স্থপতি পদে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০০০ তারিখে সহকারী প্রধান স্থপতি পদে পদোন্নতি লাভসহ ০৩-০৩-২০১১ তারিখে উপ প্রধান স্থপতি পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোঃ ফারুকুল ইসলাম দীর্ঘ চাকরী জীবনে একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোঃ ফারুকুল ইসলাম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. খোন্দকার শওকত হোসেন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৮২/৭৬(অংশ)-৭৮৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পিতা আছমত আলী, আলী মঞ্জিল, ৫৫৮/এ, লাভ লেইন, ২১নং জামালখাঁন ওয়ার্ড, ডাকঘর চট্টগ্রাম সদর, থানা কোতোয়ালী, জেলা চট্টগ্রাম এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২১ নং জামালখাঁন ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৪২/২০১৩-৮৫১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, পিতা মোঃ আতাউর রহমান, গ্রাম কোকাডাঙ্গা, ডাকঘর কাটবওলা, উপজেলা মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৮নং দাওগাঁও ইউনিয়নের ৪, ৬, ৭ ও ৯নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৪২/২০১৩-৮৮৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব আবু তাহের মোহাম্মদ আহ্ছান উল্লাহ, পিতা মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, গ্রাম সৈয়দপাড়া, ডাকঘর মোগলটুলা, উপজেলা মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ২নং বড়গ্রাম ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪ ও ৫নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪২/২০১৩-৯৯০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন, পিতা মৃত আঃ হামিদ, গ্রাম তারাটি, ডাকঘর তারাটি পূর্বপাড়া, উপজেলা মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৩নং তারাটি ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪২/২০১৩-৯৯১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ আকন্দ, পিতা মৃত মৌঃ ফয়েজ উদ্দিন, মহল্লা মুজাটি, ডাকঘর মুক্তাগাছা, উপজেলা মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার মুক্তাগাছা পৌরসভার ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।